R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
নকশাকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্

রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল
১০ই জুলাই, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

গুজিরপুরের বাঁধ কারো কাছে পৌষ মাস, কারো কাছে সর্ব্বনাশ

রঘুনাথগঞ্জ : দশ বছর আগে ভয়াবহ বন্যার কবল থেকে সোনাটিকুরির বাসিন্দাদের রক্ষা করতে গঙ্গা ও খড়খড়ির মাঝে যে বাঁধ বাঁধা হয়েছিল, লুথারেণ ওয়ারল্ড সার্ভিস দয়া পরবশ হয়ে প্রথম এই বাঁধ বেঁধে দেন নিজের খরচে। কথা ছিল বন্যার জল সরে গেলে ঐ বাঁধ কেটে দেওয়া হবে যাতে খড়খড়ি মজে না যায়। কিন্তু তা আর কার্যকরী হয়নি। ফলে এই কয়েক বছরেই জল সরবরাহের অপ্রাচুর্য্যে খড়খড়ি মজে গিয়েছে, ভরে উঠেছে কচুরী-পানায়। যে খড়খড়ি আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দুপাশের কয়েক হাজার কৃষি জমির সেচের জল যোগাতো আজ তা মজে যাওয়ায় দু তীরের হাজার হাজার একর জমি হয়ে পড়েছে বন্ধ্যা, চাষের অনুপযুক্ত। খুড়িপাড়া, গোপালনগর, বাহাদিনগর, প্রতাপপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু মানুষ খড়খড়ির জল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত পানীয় রূপে। আজও তারা বাধ্য হচ্ছে বদ্ধধারা দূষিত ঐ জল পানীয় রূপে ব্যবহার করতে। তার ফলে আক্রান্ত হচ্ছে নানা ব্যাধিতে। তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। তদুপরি জলহীন কচুরীপানার জঙ্গলে সাপের বংশবৃদ্ধি হয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে গ্রামগুলিতে। সর্পাঘাতে মৃত্যু আজ ঐ গ্রামগুলিতে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মশার প্রাদুর্ভাবে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়ায় ছেয়ে ফেলেছে ওইসব গ্রাম্য জীবনকে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দাবী জানানো হয়েছে। সোনাটিকুরীর ঐ বাঁধ কেটে দিয়ে খড়খড়ির স্রোতধারা মুখ খুলে দেওয়ার ফলে এই গ্রামগুলি আবার উজ্জ্বল সুস্থ জীবন ধারায় শুধু ফিরে পাবে তাই নয়, হাজার হাজার একর জমির বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হয়ে ফসলের সম্ভারের ডালা সাজিয়ে দিতে পারবে সেই কৃষি জমিগুলি। রঘুনাথগঞ্জ-১ নং ব্লকের বি ডি ও নিখিলরঞ্জন মণ্ডলও এই সেচ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কোথায় যেন একটা রহস্যের বোরখা ঢাকা রয়েছে, যাকে ভেদ করে সরকারী লালফিতার বাঁধন বাঁধ কেটে দেওয়ার ব্যাপারে আঁট হয়ে বসে আছে। গ্রামবাসীদের শত আবেদন নিবেদনেও প্রশাসনিক কর্ত্তারা সজাগ হচ্ছেন না, কোন ব্যবস্থাও নিচ্ছেন না। গ্রামবাসীরা বাঁধ কাটার ব্যাপারে মহকুমা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

৪০ জন বাংলাদেশী যুবতী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ধুলিয়ান : সম্প্রতি রাত্রে পাহাড়মাটি গ্রাম থেকে ৪০ জন বাংলাদেশী মুসলিম যুবতীকে সামসেরগঞ্জ পুলিশ উদ্ধার করে। ধুলিয়ান শহরে একটি মেয়ে পাচার চক্র প্রায় এক বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ, সপ্তাহে গড়ে বাংলাদেশ থেকে কয়েক'শ মেয়ে আমদানী করা হয়। এই পাপচক্রের সঙ্গে স্থানীয় কিছু চোরা কারবারী জড়িত বলে শোনা যাচ্ছে। গত ১৬ মে এই ধরনের ১৭ জন মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করে। এই সমস্ত মুসলিম মেয়েরা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা ও ঢাকা শহরের। এদেরকে শোভাপুর গ্রামের জনৈক মোজা মোড়লের মাধ্যমে নাকি ভারতে আনা হয়। আরো খবর, মোজা মোড়ল নাকি একজন চোরা কারবারী। বি এস এফ বাহিনী এইসব মেয়েদের কাছ থেকে ভাল টাকা আদায় করে থাকে। মোজা মোড়ল এদেরকে কাজ দেওয়ার নাম করে ভারতে আনে এবং উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, বোম্বাই, পশ্চিম পাকিস্থান প্রভৃতি স্থানে পাচার করে থাকে বলে অভিযোগ।

বুনো রামনাথী শিক্ষাকেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত রমজানপুর ও তালাইগ্রামে রাস্তার দুদিকে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে। দুটিই সরকার অনুমোদিত এবং প্রতিটিতে ২ জন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দুটি স্কুলেরই কোন অনুমোদিত গৃহ নাই। ৮১ সাল থেকে স্কুল দুটি গাছের তলায় ও বর্ষায় কারো দাক্ষিণ্যে কখনও কোন ভাঙ্গা ঘরে বা কারো বাড়ীর বারান্দায় কাজ চালায়। এই ভাবেই আমাদের দেশের রামনাথেরা ভবিষ্যৎ কষ্টসহিষ্ণু সুশিক্ষিত নাগরিক গঠন করে চলেছেন। সদর শহরের চোখের উপরেই যদি এই ব্যবস্থা চলতে পারে তবে দূরবর্তী গ্রামের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এ ব্যাপারে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জুলাই স্থানীয় মহকুমা শাসকের খাসকামরায় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্ত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বাড়ালা আর ডি সেন উচ্চ বিদ্যালয়, মির্জাপুর ডি পি উচ্চ বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর মহা বিদ্যালয় ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে ৬০ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হবার পর বাকী ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এ বৎসর থেকে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রীরা কলাবিভাগে পঠনপাঠনের সুযোগ পাবে।

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল।

অপারগ প্রশাসন

শান্তি, মৈত্রী ও সংহতির অবিসংবাদী প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবদ্বীপ ধাম। আজ কিন্তু সেখানকার জনজীবন যেন অগ্ন্যুৎগাররত আগ্নেয়গিরির বহ্নিমান জ্বালামুখে রহিয়াছে। বেশ কিছুকাল ধরিয়া সেখানে চলিতেছে এক আশঙ্কাপূর্ণ জীবনযাত্রা। কে, কখন, কীভাবে প্রাণ হারাইতে পারেন, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া আজকাল একটি কথা প্রায়ই শুনা যায়, যে-কোনও রকমের খুন, অথম ও রাহাজানিতে এই আখ্যা দেওয়া হয়। আর এই তথাকথিত সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ এমনই ক্রমবর্দ্ধমান যে, প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব সম্ভবতঃ নবদ্বীপ ধামের ক্ষেত্রে বোধ হয়, প্রযোজ্য নয়।

আমাদের বক্তব্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দিতেছে কয়েকদিন পূর্বের একটি ঘটনা যাহার সংবাদ বিভিন্ন প্রধান দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, এই স্থানে কোন মানুষের জীবন আজ নিরাপদ নয়। এক শ্রেণীর মানুষ সেখানে নির্দ্বিধায় ও নির্বিবাদে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর।

ঘটনাটি নবদ্বীপ পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতির অফিসার শ্রী কে পি চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া। গত ২রা জুলাই তিনি কৃষ্ণনগর অফিসে যখন কাজ করিতেছিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, সহকারী গুদাম রক্ষক পদে জনৈক যুবককে নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই রকম কোন পদ খালি না থাকার কথা বলিলে তাঁহারা তাঁহাকে শাসাইয়া জোর করিয়া উক্ত যুবকর নামে নিয়োগপত্র সহি করান। যুবকটিও হাজিরা খাতায় সহি করেন। অর্থাৎ তিনি কর্মে নিযুক্ত হইলেন।

নিরুপায় উক্ত নিগৃহীত অফিসার জেলা শাসকের শরণাপন্ন হন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। আরও জানা যায় যে, সমবায় সমিতির কিছু প্রতিনিধিও জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে একই ইস্যুতে সাক্ষাৎ করেন। জেলা শাসক নাকি শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ছুটি লইয়া কৃষ্ণনগরের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। এই জেলা শাসক এমনও কথা নাকি বলিয়াছেন যে, যাহাদের নিকট হইতে শ্রী-চট্টোপাধ্যায় শাসানি পাইয়াছেন, তাহাদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসন ও জননিরাপত্তা আজ কোন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যে কোন মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু যে আছে, তাহা মনে হয় না। অতঃপর এই নবদ্বীপের উদাহরণ যদি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তবে ত সোনায় সোহাগা। একের পর এক আমরা নির্বাচনী সাফল্যে নিমীলিত লোচনে মশগুল রহিব, আর অপরদিকে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কাঁদিতে থাকিবে। এমন প্রহসন বুঝি একদা কাজীর দাপটকেও ছাড়াইয়া যাইতে চলিয়াছে। হায় অপারগ প্রশাসন!

তিন্নচোখে

কোন এক ঐতিহাসিক উপন্যাসে উজ্জয়িনীর বর্ণনা পড়েছিলাম। শিপ্রা—রেবানদীর বুকে সূর্য ডুবু ডুবু। অপরাহ্ন শেষ হয়ে আসছে। রাজপথে নাগরিকদের ভীড়। গবাক্ষে সুংসিকাদের আনাগোনা। রাজপথ জনপথ সব একাকার। ফুলের মালা। উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভার বিপণীতে থরে থরে সাজানো। শৌণ্ডিকালয়ে ক্রেতাদের ব্যস্ততা। সে যুগের এক সুস্থ ও স্বাভাবিক চিত্র।

জানিনা এ যুগের উজ্জয়িনীতে সে চিত্র বর্তমান আছে কিনা? মণি সেনের এখনও সৌভাগ্য হয়নি উজ্জয়িনী যাবার। শিপ্রা-রেবা নদীর যৌবন এখন নিশ্চয়ই অস্তমিত। উজ্জয়িনী তার হৃত যৌবনশ্রীর খোয়াব বোধ হয় এখন দেখে।

তবে এ যুগের নাগরিকদের আর শৌণ্ডিকালয়ে যাবার দরকার নাই। পানের দোকান, ওষুধের দোকান, ছোটখাটো কাঠের বা টিনের শেড্ নামানো চায়ের দোকান, মনোহারী দোকান এখন শৌণ্ডিকালয়ের ভূমিকা পালন করে। (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে তবে সংখ্যায় কম।) এখানে ছদ্মবেশী শৌণ্ডিকেরা তাদের অবাধ কারবার চালায়। নাই বা থাকলো এখানে ফুলের মালা। উৎকৃষ্ট খাদ্য সম্ভার। বিভিন্ন বয়সী শৌণ্ডেরা স্বচ্ছন্দভাবে সুরার পেয়ালায় দেয় চুমুক অনুমোদন প্রাপ্ত শৌণ্ডিকালয়ে যাবার কোনো দরকার নাই। এর সঙ্গে বর্তমানে আর একটি বিনোদনপর্ব সংযোজিত হয়েছে। তার নাম অতি পরিচিত ভি ডি ও কাফে। বেশ লক্ষ্মীমন্ত ব্যবসা। তাই কোথাও কোথাও নিষিদ্ধপল্লীর মত নিষিদ্ধ ছবির প্রদর্শনী চলে অবাধ গতিতে। বয়স্ক দর্শকের পাশে অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকের সহাবস্থান। পরিবর্তনশীলতা জগতের ধর্ম। সমাজের বিবর্তন প্রগতি যে পথে চলেথে তা আমাদের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। তাই মনে হয়—শেষের দিন ভয়ঙ্কর। পাঠকেরা এ মুহূর্তে 'কী' ভাবছেন?

মণি সেন

দেন এ্যাণ্ড দেয়ার

বালিয়া, সাগরদীঘি : বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত বালিয়া অঞ্চলের বালিয়া গ্রামের রাস্তাঘাটের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি বললে অত্যুক্তি হয়না। কারণ সেখানে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই, বর্ষায় কাদায় হাঁটা যায় না, লোকের বাড়ি বাড়ি দিয়ে হাঁটি হাঁটি করে চলতে হয়, সামান্য জলেই সরকারী জিপগাড়ি পর্য্যন্ত আটকে যায়। হঠাৎ বিপদে পড়লে যোগাযোগ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু অঞ্চল অফিসের মিটিং এ প্রত্যেকবারই রাস্তাঘাটের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়, অথচ কোথায় যায় টাকা সে খবর জনগণ জানেন না। আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান প্রধানই বিগত সময়ে নির্বাচিত সদস্য থাকাকালীন সর্বদাই প্রধানের দোষ দিয়েই রেহাই পেতেন, কিন্তু এখন কি চলেছে সে খবর নিজেই রাখেন কিনা সন্দেহ। জনগণ রাস্তার কথা বলতে গেলেই বলেন 'দেন এ্যাণ্ড দেয়ার' হয়ে যাবে। আবার বর্ষা এল দেখা যাক তিনি কি করেন। জনগণ নির্বাক ও ক্ষোভের সঙ্গে তিক্ততা প্রকাশ করছেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অরঙ্গাবাদ : গত ৩০ জুন, শ্যামল টকিজে স্থানীয় বলাকা ক্লাব কর্তৃক রবীন্দ্র-নজরুল সকাল আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্যানুষ্ঠান ও নাটকের মাধ্যমে পালিত হয়। আবৃত্তিতে দীপক সিংহরায় এবং তন্দ্রা সরকার, নৃত্যে বেলা সিংহ সকলকে আনন্দ দেয়। পরে নন্দিতা গুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' মঞ্চস্থ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন মলয় গুপ্ত ও হেলালুদ্দিন সেখ।

সাংবাদিকের জয়

সম্প্রতি কান্দীর প্রথম মুনসেফ এস এন বিশ্বাস সাংবাদিক সত্যনারায়ণ রায়ের সম্মান হানির দরুণ ক্ষতিপূরণ বাবদ আসামীদের চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দায়ের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বাদী সত্যনারায়ণ রায়ের পক্ষে উকিল ছিলেন সুফিয়ার রহমান। বিবাদী রামমোহন ঘোষ, মধুসূদন রায় এবং অন্যান্যদের পক্ষে সওয়াল করেন এ্যাডভোকেট বৈদ্যনাথ ধর ও প্রবোধ অধিকারী। সাংবাদিক সত্যনারায়ণ রায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেন জেলার প্রবীণ সাংবাদিক এবং জেলা সাংবাদিক সংঘের প্রাক্তন সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য। সাংবাদিক সত্যনারায়ণ রায় দীর্ঘদিন ধরে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বহু দুর্নীতির সংবাদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করে বিবাদীদের বিরূপভাজন হন। সাংবাদিক সত্যনারায়ণ রায়ের অনুকূলে কান্দীর বিচারপতির ওই রায়ে জেলার সাংবাদিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই রায় মফস্বল সংবাদপত্র জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

বেকাররা নাজেহাল

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ২ বছর আগে বেকার যুবকরা গ্রামীণ সার্বিক সমীক্ষা প্রকল্প চালিয়ে যথাযথভাবে কাগজপত্র অফিসে জমা দেওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন নাজেহাল হচ্ছেন তাঁদের নাম্য পাওনা মজুরিটি পাওয়ার জন্য। দেরী কেন হচ্ছে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হয় টাকা আসেনি। এখন ঐ সব যুবকদের প্রশ্ন ও আশংকা দেখা দিয়েছে যে টাকা সত্যিই আসবে কি?

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ানং ৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর ব্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad W. B.

PIN : 742236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/ WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 10. 7. 85 to 3. 8. 85 from 9·00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Aprox. value Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Construction of 6.6KV/11KV sub-station building at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS: 814/T-37/85	2.0 Four Months	Rs. 4000/- Rs. 50/-	5-8-85 at 2 p. m.
2.	Extension of temporary site office building at plant site of FSTPP, NIT no. FS : 42 : CS : 814/T-38/85	7.5 Six Months	Rs. 15000/- Rs. 50/-	5-8-85 at 2 p. m.
3.	Supply, erection, testing & commissioning of 10T EOT crane (1 no.) at Central workshop complex at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 825/T-39/85	10.0 Six Months	Rs. 20,000 - Rs, 100/-	13-8-85 at 2 p. m.

TERMS AND CONDITIONS

1 Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.

2 Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.

3 Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N T P C, are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s)

4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post

5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or divi ing the work amongst more than one-party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal

পেট্রোল পাম্পে লুঠ

ধুলিয়ান : সম্প্রতি রাত্রে ডাক বাংলোর কাছে নন্দলাল শঙ্করলাল পেট্রোল পাম্পে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হানা দিয়ে প্রায় ১৬ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। মালদার কাছে তারা ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে।

গুজিরপুরের বাঁধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাসক ত্রিলোচন সিং-এর কাছেও দাবী জানাতে গিয়েছিলেন। শ্রীসিং এ ব্যাপারে ফাইন তলব করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে ওই বাঁধ কাটার ব্যাপারে অভিজ্ঞ মহল যে মতামত দিয়েছেন প্রশাসনিক মহলে তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে, বাঁধ কাটার ফলে মজে যাওয়া খড়খড়িতে গঙ্গার জল উপচে পড়ে আশেপাশের কলোনীগুলিকে ভাসিয়ে দেবে। এর ফলে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হবে। বহু মানুষ ঘর ছাড়া হবে। এই সমস্যাটাও খতিয়ে দেখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

অরণ্য সপ্তাহ পালন করুন

১৫ই জুলাই '৮৫ থেকে ২১শে জুলাই '৮৫

জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে অরণ্য গড়ে তোলার আহ্বান-ই হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহের উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের উদ্যোগে এই সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আগামী ১৫ই জুলাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন মাননীয় সভাধিপতি (মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ) শ্রী নির্মল মুখার্জী, রবীন্দ্র ভবন, বহরমপুরে। জেলাস্তর থেকে ব্লকস্তর পর্য্যন্ত সমস্ত অফিস, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন ক্লাব, গণ সংগঠন, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, বিভিন্ন জনহিতকর সংগঠন, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন প্রভৃতি সামিল হচ্ছেন এই সপ্তাহে। দেশকে সবুজ এবং সুন্দর করে তোলার ব্রতী নিয়ে।

নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বন বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯৮৫ সালে সরকারী প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদ জেলায় বনভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে ৩৪৫ হেকটর এলাকায়। এছাড়া ২৩টি ব্লকে জনসাধারণকে বিনামূল্যে ২২,৯৩,০০০ (বাইশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) চারাগাছ সরবরাহ করা হবে। যার ফলে আরও ১৪৪৫ হেকটর জমিতে বনভূমি সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে।

'তোমার কল্পনার অরণ্য এবং বন্যপ্রাণী' সম্বন্ধে ১২ বৎসরের কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ই জুলাই। অরণ্য সপ্তাহের সমাপ্তি দিবসে (২১শে জুলাই) সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। প্রতিযোগিতার স্থান—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল দুপুর ১টার সময়।

অরণ্য সপ্তাহে ১০ শতাংশ কমিশনে বিক্রয় করা হবে সুন্দর বনের মধু। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের হলুদ গুঁড়ো এবং সিট্রোনিলা তেল।

পদযাত্রা এবং বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে ব্লকস্তর পর্য্যন্ত। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্যে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে অরণ্য সপ্তাহের দিনগুলি। এছাড়া থাকছে বনসংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে ফ্লিম শোর ব্যবস্থা।

সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট এই অরণ্য সপ্তাহে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমরা আবেদন করছি। এই অরণ্য সপ্তাহে সর্বত্র নিজ নিজ উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন এর কর্মসূচী প্রতিপালন করুন। পতিত জমিতে, জমির আলে, পুকুর পাড়ে গাছ লাগান, কারণ একটি গাছ একটি প্রাণ-পরিবেশকে সুস্থ রাখতে, ভূমিক্ষয় নিবারনে, বন্যা ও খরা প্রতিরোধের জন্য এমনকি আপনার নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে আরও গাছ লাগান।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুরি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে
আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ
মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।